

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৬ “ডিজিটাল যুগে অপতথ্য রুখতে তথ্যপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ নয়, চাই অবাধ তথ্যে অভিজ্ঞতা”

ভূমিকা

অবাধ তথ্যে অভিজ্ঞতা সুশাসন নিশ্চিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধের অন্যতম পূর্বশর্ত। যা জনগণের সকল ন্যায্য সেবা ও অধিকার প্রাপ্তির পথ সুগম করার পাশাপাশি রাষ্ট্রকাঠামোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের অপরিহার্য উপাদান। তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগণকে ক্ষমতায়িত করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে ডিজিটাল যুগে সঠিক তথ্যের অবারিত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুয়া, মিথ্যা, বানোয়াট ও গুজবসহ অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহার ঘটে, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বহুমাত্রিক কৌশলগত হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই এ বছর আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিজ্ঞতা দিবস বা “আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস” এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে “‘ডিজিটাল যুগে সঠিক তথ্য নিশ্চিতকরণ: অপতথ্যরোধে তথ্য অধিকারের ভূমিকা’ (Upholding Information Integrity in the Digital Age: The Role of Access to Information in Addressing Information Disorder)”^১ টিআইবি মনে করে, সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য ও সময়োপযোগী তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি, তেমনি অপতথ্য, গুজব ও ভুয়াতথ্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য তথ্যে প্রবেশগম্যতা, বিশেষ করে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য-বিশৃঙ্খলা মোকাবেলার পাশাপাশি কার্যকর জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

অপতথ্য ও গুজব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুজব ও অপতথ্যের বিস্তার বিশেষ কোনো অঞ্চল, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার একক কোনো সমস্যা নয়। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহার, অপতথ্য ও গুজব সৃষ্টি এবং বিস্তারকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এআই ব্যবহার করে উগ্র জাতীয়বাদী, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক, স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী অপতথ্য প্রচারের মাধ্যমে খুব সহজেই সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল ধারণা তৈরি করছে। তথ্য-প্রযুক্তির আশীর্বাদের পাশাপাশি বিশ্ব এক অভিনব সংকটের সম্মুখীন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের “গ্লোবাল রিস্কস রিপোর্ট ২০২৬” এ বিশ্বজুড়ে স্বল্পমেয়াদি ঝুঁকিগুলোর মধ্যে “গুজব ও অপতথ্যকে” দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।^২ এই ভয়াবহ ডিজিটাল নৈরাজ্য বিশ্বব্যাপী সঠিক তথ্য প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রে এক গভীর আস্থার সংকট তৈরি করছে।

অপতথ্য ও গুজব: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বৈশ্বিক পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন নয়। দেশে অপতথ্য ছড়ানোর প্রবণতাও নতুন নয়, তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহজলভ্যতা ও অপব্যবহারের ফলে অপতথ্যের বিস্তার মহামারি আকার ধারণ করেছে।^৩ রিউমার স্ক্যানারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জড়িয়ে ৮ শত ৮৮টি এবং নির্বাচন নিয়ে ১ হাজার ৭১টি অপতথ্য ছড়ানো হয়। বর্তমান সরকারকে জড়িয়ে ১৮০ দিনের মধ্যে ৪ শত ৬৪টি অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে, যার বেশিরভাগ নেতিবাচক। সবচেয়ে বেশি অপতথ্য ছড়িয়েছে জালানি সংকট ইস্যুকে কেন্দ্র করে।^৪ এসব তথ্য বিভ্রাট সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রতি জনআস্থা এবং সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে তথ্য বিভ্রাট মোকাবেলায় ভুয়া তথ্য খণ্ডনের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তথ্যের সহজপ্রাপ্যতার অভাব এবং সরকারি সেবাখাত ও অন্যান্য জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি রয়েছে।

অবিলম্বে তথ্য কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে

জনসাধারণের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব তথ্য কমিশনের। অথচ ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর কর্তৃত্ববাদী সরকার নিয়োগকৃত কমিশনারদের পদত্যাগের পর থেকে এখন পর্যন্ত তথ্য কমিশন পুনর্গঠিত না হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে তথ্য কমিশনে ৭ শত ৯০টি তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আপিল মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে।^৫ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ স্থগিত, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে স্থবিরতা ও মাঠপর্যায়ের তদারকি কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার মৌলিক অধিকার প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পঁচমাস অতিবাহিত হওয়ার পর সম্প্রতি সার্চ কমিটি গঠন করেছে এবং কমিশনারদের নিয়োগের আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি জারি

^১ <https://www.unesco.org/en/articles/international-day-universal-access-information-2026>

^২ https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf

^৩ <https://www.bd-pratidin.com/national/2026/05/04/1246586>

^৪ <https://rumorscanner.com/statistics/disinformation-in-the-first-180-days-of-the-bnp-government/215579>

^৫ <https://www.newagebd.net/post/country/307856/3-key-commissions-lack-leadership-cases-pile-up>

করেছে।^৬ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বেশিভাগ ক্ষেত্রে কমিশনার নিয়োগে দলীয় ও আদর্শিক আনুগত্যকে ব্যক্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গঠিত সার্চ কমিটি অতীতের দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন-এটাই প্রত্যাশা। একইসঙ্গে, তথ্য কমিশন কোনোভাবেই যেন “আমলাতান্ত্রিক পুনর্বাসন কেন্দ্র” বা সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে পরিণত করা না হয় এবং জনগণের তথ্যের বিশুদ্ধতা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্য অধিকার আইনের সংস্কার করতে হবে

সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনটির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা অংশীজনদের অনেক দিনের পুরোনো দাবি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে বিভিন্ন উপায়ে এ ব্যাপারে সুপারিশের প্রেক্ষিতে ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ “তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬” জারি করা হয়। যদিও অংশীজনদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ “দাপ্তরিক নোট শিট” ও রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকারের আওতাভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে, নাগরিক সমাজের যুক্তি ছিলো যে, নোট শিটে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও আইনগত ব্যাখ্যা ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে নোট শিট উন্মুক্ত না থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের যুক্তি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে নাগরিকের জানার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কমিশনাররা স্বাধীন হলেও এই আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তারা নাগরিককে নোট শিট সরবরাহ করতে পারবেন না।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিও)^৭ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হলেও, তা জনসম্মুখে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয় না। প্রতিবেদনে সাধারণত বিভিন্ন খাতের মোট আয়-ব্যয়ের তথ্য থাকে, কিন্তু দাতা বা অনুদানের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকে না। কোনো সাংবাদিক, গবেষক বা নাগরিকও রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চাইতে পারেন না, কারণ রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় “কর্তৃপক্ষ” হিসেবে গণ্য করা হয়নি। ফলে দলগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিকের তথ্য জানার আইনগত অধিকার সীমিত। অধিকন্তু তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশটি সংসদে পাস না হওয়ায়, বর্তমানে ২০০৯ সালের আইনটি কার্যকর রয়েছে। এক্ষেত্রে, তথ্য অধিকার আইনটি যুগোপযোগী করার স্বার্থে অংশীজনদের সুপারিশমালা আমলে নিয়ে এটির আমূল সংস্কার জরুরি।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস

২০১৯ এর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে “আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিজ্ঞতা দিবস” হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।^৮ যদিও তথ্য জানার অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রথম প্রচেষ্টা বা দাবি বেসরকারিভাবে তথা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকারকর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে। যার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সম্মেলনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে “আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস” ঘোষণার মাধ্যমে।^৯

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৬: টিআইবি কার্যক্রম ও সুপারিশ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীজন হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এই দিবসটি ২০০৬ সাল থেকে গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। এ বছর দিবসটি উপলক্ষ্যে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী তরুণদের জন্য “ভূমি অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি সনাক্ত অঞ্চলে কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র্যালির আয়োজন করেছে। একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের দাবি প্রসারের লক্ষ্যে একটি “কার্টুন স্টিকার” করা হয়েছে। সার্বজনীন তথ্য অধিকার, প্রবেশগম্যতা ও জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করেছে-

- অবিলম্বে তথ্য কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে। সার্চ কমিটির মাধ্যমে শুধু আমলা বা রাজনৈতিক পছন্দের ব্যক্তিদের না এনে, তথ্য কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার স্বার্থে যোগ্য ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদানসহ এই সংস্থাটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে হবে।
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদের পদমর্যাদা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমিশনের জনবলের জন্য বেতন-ভাতা, পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নয়ন করতে হবে।

^৬ <https://www.thedailystar.net/news/news/selection-committee-reconstituted-appoint-information-commissioners-4220001>

^৭ <https://ecs.gov.bd/category/regarding-representation-of-the-people-order-rpo-2830760191>

^৮ <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n19/318/39/pdf/n1931839.pdf?OpenElement>

^৯ <https://www.unesco.org/en/days/universal-access-information>

- “নোট শিট” ও “রাজনৈতিক দল” অন্তর্ভুক্তসহ অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা সংস্কার করে, এটিকে আরোও যুগোপযোগী করতে হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন খাতওয়ারি খরচ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার চর্চা করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সে সকল তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।
- বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার নিশ্চিতের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সকল আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জনগণের ওপর যেকোনো ধরনের ডিজিটাল নজরদারী কাঠামো নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত “ডিজিটাল সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর বিতর্কিত ধারা ও বিষয়সমূহ বাদ দিতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার সহজলভ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর পরিপন্থি বিদ্যমান আইনসমূহ সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে। নতুন কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থি বা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো ধারা যাতে সংযোজিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও তথ্য প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, জনগণ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সকল সংস্থার নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারে প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়ানোসহ তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিত গণমাধ্যমকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, তথ্য কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
- গুজব ও অপতথ্য মোকাবেলায় বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত কার্যকর নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: ০২-৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: ০২-৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh
